যুগান্তর

তারিখ 16 MAR 2007
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

ঢাবিতে টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়া অর্ধশত শিক্ষার্থী চিহ্নিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ডসংখ্যক ভুয়া ভর্তি ধরা পড়ছে। মাত্র তিনটি বিভাগ যাচাই করে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫০ জন ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্ট বৃহস্পতিবার রাতে সিন্ডিকেটে পেশ করা হলে তা গ্রহণ করা হয়। অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সিন্ডিকেটে পেশ করা রিপোর্টে বলেন, ভর্তি শাখার কর্মকর্তা বিএম আমিনুল ইসলাম ভুয়া ভর্তি চক্রের দলনেতা। সিন্ডিকেট সদস্যরা অন্য বিভাগ ও ইন্সটিটিউশনগুলোতে যাচাই-বাছাই করে ভুয়া ভর্তি চিহ্নিত করার দাবি জানালে সে

ঢাবি : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

ঢাবি : শিক্ষার্থী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রস্তাব গ্রহণ করে ভুয়া ভর্তি চিহ্নিত করতে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ডিনদের নেতৃত্বে এই অভিযান চলবে এক মাস।

গত বছর লোক প্রশাসন বিভাগে প্রাথমিকভাবে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ে। পরে তদন্ত কমিটি যাচাই-বাছাই করে আরও ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে। এ পর্যন্ত এ বিভাগে ২২ জন ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত হয়েছে। এ ভুয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। চলতি মাসে অর্থনীতি বিভাগে ইনফোর্স পরীক্ষা দিতে এসে দুই ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ে। এ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ নিজে উদ্যোগী হয়ে গত ৩-৪ বছরের শিক্ষার্থীদের নাম যাচাই করে ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করেন। এ পর্যন্ত এ বিভাগে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত হয়েছে। গতকাল সিন্ডিকেট সদস্যদের কাছে ভুয়া শিক্ষার্থীদের জালিয়াতি সংক্রান্ত সব কাগজপত্র ফাইল করে তিনি তুলে দেন। সদ্য অনার্স পাস করেছে এমন শিক্ষার্থীর ভর্তিও ভুয়া হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত যাদের ভর্তি ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তাদের একজন হল ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের রিফাত আরা ইসলাম। জালিয়াত চক্রকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে সে ভর্তি হয়। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান থেকে ভুয়া মাইগ্রেশন করে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি হয় নাসির উদ্দিন। এ শিক্ষাবর্ষে জালিয়াতির মাধ্যমে আরও ভর্তি হয় জাহাঙ্গীর হোসেন, আবদুল্লাহ আল যোবায়ের, ফজলে রাব্বী, শামীম আক্তার, নাইম হাসান ও সামিরাদুল ইসলাম। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে এসেও ভুয়া ভর্তির প্রমাণ মিলেছে এ বিভাগে। এ বিভাগের কর্মচারী বিমলচন্দ্র দাসের জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিলেছে। বর্তমানে সে জেলহাজতে। এছাড়া গতকাল সিন্ডিকেটে তদন্ত কমিটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছে তাতে কর্তৃপক্ষও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ বিভাগ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপনের পর মাত্র একটি বর্ষে প্রাথমিকভাবে ৫-৬ জন ভুয়া শিক্ষার্থীর প্রমাণ মিলেছে। সঠিক যাচাই-বাছাই করলে এ বিভাগে অধিকসংখ্যক ভুয়া ভর্তি ধরা পড়বে বলে তদন্ত কমিটির এক সদস্য মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে যে অভিযোগ আসছে তাতে অধিকাংশ বিভাগেই ভুয়া শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৩টি বিভাগ সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট দেয়া হলেও অন্য বিভাগগুলোও যাচাই-বাছাই করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট ডিন এবং বিভাগের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার।

গতকাল সিন্ডিকেটে তদন্ত কমিটি ভর্তি জালিয়াতির সঙ্গে সম্পৃক্ত তিন কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সুপারিশ করে। তারা হলেন প্রশাসনিক ভবনের ভর্তি শাখার আমিনুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আবুল হোসেন ও অর্থনীতি বিভাগের বিমলচন্দ্র দাস।

অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অর্ধশত প্রথম শ্রেণী সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্ট সিন্ডিকেট গ্রহণ করেনি। তারা বলেছেন, রিপোর্ট অসম্পূর্ণ।